4 DEC 2013
20

প্রশ্নপত্র ফাঁস

১৭ জেলায় নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেয়ার সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

গত ৮ নভেম্বর নেয়া প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ১৭ জেলায় ফাঁস হয়েছে। এ ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটি এ ধরনের তথ্য সরকারকে নিশ্চিত করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা ওইসব জেলার

সুপারিশ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

সুপারিশ : নেয়ার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে নেয়ার সুপারিশ করেছে। মঙ্গলবার ওই তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেনের কাছে জমা দেয়। এতে তারা জানায়, ময়মনসিংহ ও সাতক্ষীরাসহ ১৭ জেলার প্রশ্নপত্র বাতিলের প্রমাণ মিলেছে। বাকি জেলাগুলোর ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হতে পারেনি।

উল্লেখ্য, পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশ এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র বিক্রিকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন আটক হয়। এরপর ১০ নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে (ডিপিই) নিয়োগ কমিটির জরুরি বৈঠক বসে। বৈঠকে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশের পর তারা (মন্ত্রণালয়) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মো: আলমগীরকে প্রধান করে চার সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটিই মঙ্গলবার তাদের রিপোর্ট জমা দেয়।

ওই কমিটির সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সচিবের কাছে জমাদানের কথা স্বীকার করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা সচিবের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছেন। তাতে প্রশ্ন ফাঁসের বিস্তারিত তথ্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে ১৭ জেলার মধ্যে কোনগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যে ১৭ জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন ভিভিআইপি ব্যক্তির জেলা রয়েছে। [illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাত হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ৮ নভেম্বর নেয়া পরীক্ষায় ৬১টি জেলায় এক হাজার ৩৬২টি কেন্দ্রে নয় লাখ ৬৮ হাজার ১২৭ চাকরি প্রার্থী অংশ নেয়।